ব্লেড–তারে আটক বুনোরা, রিপোর্ট দেবেন বনমন্ত্রী

ব্লেড–তারের বেড়া পরীক্ষা করছেন অনারারি ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরী। ছবি ঃ বিদেশ বসু

নাগরাকাটা, ১১ জুলাই ঃ কোথাও চিতাবাঘ খুবলে খাচ্ছে মানুষকে। আবার কোথাও মানুষের হাতে বেঘোরে মারা পড়ছে হাতি–বাইসন–হরিণ–ময়ালের মতো বন্যপ্রাণীরা। মানুষ–বন্যপ্রাণীদের সংঘাত উত্তরোত্তর বাড়তে থাকায় উদ্‌বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধায় বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মনের কাছেও এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উদ্‌বেগের কথা জানিয়েছেন। চা বলয়ে মানুষ–বন্যপ্রাণীর সংঘাত বাড়ার কারণ হিসাবে বন দপ্তরের নজরে এসেছে চা বাগানগুলিতে ব্লেড–তারের বেড়া দেওয়ার বিষয়টি। বুনোদের চলাচলের করিডর বন্ধ হয়ে লোকালয়ে হানাদারি আরও বাড়ছে বলে ধারণা বন দপ্তরের অনেকেরই। বুধবার বনকর্মীরা বিভিন্ন বাগান ঘুরে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন অনারারি ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরি। তিনি বনমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দেবেন বলে জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার উত্তরকন্যায় টি ডিরেক্টরেট–এর টি অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। বনমন্ত্রীও বৈঠকে থাকছেন। সেখানেও বিষয়টি আলোচনায় উঠতে পারে। বন দপ্তর সূত্রেই জানা যাচ্ছে, এদিন বনকর্মীরা কয়েকটি বাগান ঘুরে দেখেছেন। দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রুখতে যেভাবে ব্লেড–তারের বেড়া দেওয়া হয়ে থাকে সেটাই দেওয়া হয়েছে হাতি বা অন্য প্রাণীর প্রবেশ রুখতে। সংশ্লিষ্ট মহল জানাচ্ছে, বানারহাট থানা এলাকার বাগানগুলিতে এই প্রবণতা এখন ব্যাপক। বীরপাড়া এলাকাতেও একাধিক বাগানে এরকম বেড়া দেওয়া হয়েছে। হাতি বা বাইসনের করিডরগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা অন্য পথে যেতে গিয়ে ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে বা শ্রমিক মহল্লায়। ফলে সংঘাত বাড়ছে।

সীমাদেবী এদিন বলেন, 'যা দেখেছি তার বিস্তারিত রিপোর্ট বনমন্ত্রীকে দেব। বাগানগুলিতে ব্লেড–তারের বেড়ার বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' ধূপগুড়ির ডুয়ার্স নেচার ক্লাবের উপদেষ্টা শুভাশিস ঘোষ বলেন, 'ডুয়ার্সে মানুষ–বন্যপ্রাণ সংঘাত বাড়ার এটাও একটা বড়ো কারণ বলে আমরা মনে করি।' চা বাগানগুলির মালিকপক্ষের সংগঠন টাই–এর ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক তথা আর–এক ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন রাম অবতার শর্মা বলেন, 'মানুষ ও বন্যপ্রাণ উভয়েরই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি করার জন্য সকলে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।' ডিবিআইটিএ–র সম্পাদক সুমন্ত গুহঠাকুরতা বলেন, 'এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।' বনমন্ত্রী বলেন, 'ব্লেড–তারের বেড়া দেওয়ার ফলে চা বাগানগুলিতে বুনোদের করিডর বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আধিকারিকদের চা মালিকদের সঙ্গে কথা বলতে বলেছি। তার আগে পরিস্থিতি ঠিক কী রকম রয়েছে তা আমরা বুঝে নিতে চাইছি।'

স্কুলে নির্যাতিতাকে প্রশ্ন করা নিয়ে কোর্টের নির্দেশ

কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ বেহালার এমপি বিড়লা ফাউন্ডেশন হাইস্কুলের ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় নির্যাতিতা শিশুকে কীভাবে সওয়াল–জবাব করা হবে, নিম্ন আদালতকে তার গাইডলাইন বেঁধে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই মামলায় অভিযুক্ত ওই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী মনোজকুমার মান্না হাইকোর্টে জামিনের আর্জি জানায়। সেই মামলার শুনানির সময় এই গাইডলাইন বেঁধে দেয় হাইকোর্ট।

স্কুলের মধ্যেই তিন বছরের এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন শিশুটির অভিভাবকরা। তদন্তে নেমে পুলিশ স্কুলেরই এক কর্মীকে গ্রেফতার করে। নিম্ন আদালতে মামলার শুনানি শুরু হয়। নিম্ন আদালতে জামিন না পাওয়ায় অভিযুক্ত কর্মী হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানান। অপরদিকে ছাত্রীর অভিভাবকের আইনজীবী জানান, শিশুটি এখনও আতঙ্কে রয়েছে। তাই আদালতে যাওয়া সম্ভব না। এরপর বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি রবিকিষান কাপুরের ডিভিশন বেঞ্চ নিম্ন আদালতকে জানায়, নির্যাতিতা যেহেতু শিশু তাই পকসো আইনের ৩৩ নম্বর ধারা মেনে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে তাকে প্রশ্ন করা হবে। দরকার পড়লে তার বাব মায়ের উপস্থিতিতে তাকে জেরা করতে হবে। এছাড়াও সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে একজন প্রশিক্ষিত মনোবিদকে। একটানা প্রশ্ন করা চলবে না এবং একদিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে হবে জেরাপর্ব। অভিযুক্তের জামিনের আর্জির শুনানি আগামী ১৮ জুলাই হবে বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

বাসের ধাক্কা বিদ্যুতের খুঁটিতে

করণদিঘি, ১১ জুলাই ঃ বাস ধাক্কা মারল বিদ্যুতের খুঁটিতে। বুধবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে করণদিঘি থানার ঝাড়বাড়িতে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বাঁকে। কেউ আহত হননি। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাগুড়ি–ফরাক্কা রুটের সরকারি বাসটি রাস্তার বাঁকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। খুঁটিটি ভেঙে যায়। বাসযাত্রীদের অবশ্য কোনো আঘাত লাগেনি। তাঁরা দ্রুত বাস থেকে নেমে পড়েন। পরে তাঁদের অন্য বাসে তুলে দেওয়া হয়। করণদিঘি থানার আইসি পরিমল সাহা জানান, বাসটি আটক করা হয়েছে।

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭৯.১০
ডিজেল টাঃ ৭০.৬৮

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? ফ্রান্স কি এবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ারের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া কি ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে ?

হ্যাঁ	না
৬২%	৩৮%

দিনের কথা

পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা নিয়ে ঝামেলা যা হয় বা হয়েছে, সবটাই রাজ্যের বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে স্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই বলে।

–সুব্রত মুখোপাধ্যায়, পঞ্চায়েতমন্ত্রী
(পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের প্রস্তাব দিয়ে)

আবহাওয়া

১১ জুলাইয়ের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩২.৩	২৭.২
শিলিগুড়ি	৩২.০	২৩.৬
জলপাইগুড়ি	৩২.৫	২৫.৭
কোচবিহার	৩৪.৬	২৬.১
আলিপুরদুয়ার	৩৩.৭	২৭.০
মালদা	৩৪.৮	২৭.৬
রায়গঞ্জ	৩৪.৩	২৬.৪
গ্যাংটক	২১.৮	১৮.৭

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি হতে পারে।

বিন্দু বিসর্গ

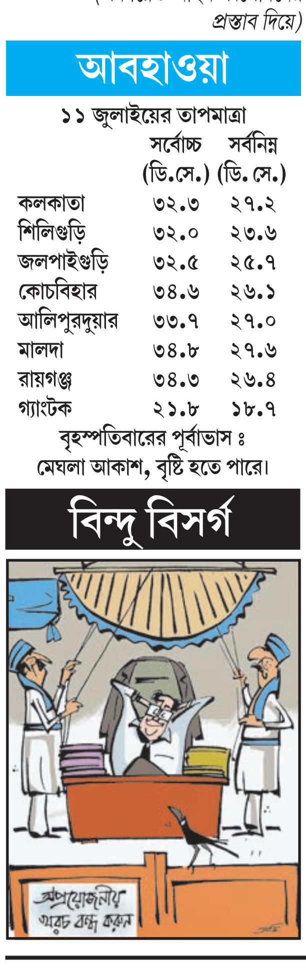

ওয়েলফেয়ারের স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ উপযুক্ত পরিকাঠামো ছাড়াই এইডস আক্রান্ত এক রোগীর ডায়ালিসিস করানোর অভিযোগে শনিবার দফায় দফায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। বুধবার বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল সুপার ডাঃ অমিতাভ মণ্ডলকে ডেপুটেশন দিল শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। এদিনের ডেপুটেশন প্রসঙ্গে সংস্থার সভাপতি পুলক গাঙ্গুলি বলেন, 'আমরা চাই উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করে এই জাতীয় রোগীর ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা করা হোক।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'হাসপাতালে ডায়ালিসিস করাতে এসে জনাছয়েক রোগী ইতিমধ্যে হেপাটাইটিস বি এবং সি–তে আক্রান্ত হয়েছেন। আমরা তাঁদের নাম সুপারের হাতে দিয়েছি। আমাদের দাবি, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক। সেই সঙ্গে মেশিনগুলিরও পরিশোধনের দাবি জানানো হয়েছে।'

অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়িতে। মঙ্গলবার গভীররাতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে মারা যান ওই ব্যক্তি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে দুই যুবক এসে এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভরতি করে যান। ভরতির কিছুক্ষণ বাদেই তাঁর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বের হতে থাকে। এরপরে তড়িঘড়ি তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর পুরো বিষয়টি শিলিগুড়ি থানায় জানান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পড়ুয়াদের সাহায্য

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ এসএফ রোড মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বুধবার ভীমবার দৃষ্টিহীন আবাসিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সাহায্য করা হয়। এদিন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের পক্ষ থেকে ওই স্কুলে চাল, ডাল, মশারি, ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হয়।

খুলে দেখা হয়নি

প্রথম পাতার পর

অরুণাভবাবু ২০১২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত উপাচার্য পদে থাকলেও কর্মী নিয়োগের জন্য কোনো ইন্টারভিউ নেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়েও এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এরই মধ্যে অনেকে অবসর নেওয়ায় শূন্যপদের সংখ্যা বেড়েছে অনেকটাই। কর্মী কম থাকায় কয়েকটি বিভাগে কার্যত অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যার জন্য নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনে নামে কর্মী সংগঠনগুলি। আর নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে গিয়েই সমস্যায় পড়তে হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। পুরানো বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যাঁরা সেসময় আবেদন করেছিলেন, তাঁদের বাদ দিয়ে কী করে নতুন করে কর্মী নিয়োগ করা হবে, তা নিয়ে দেখা দেয় জটিলতা। এই জটিলতা কাটাতে পুরানো আবেদনকারীদের ইন্টারভিউতে ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'অন্যথায় আবেদনকারীদের যে কেউ মামলা করতে পারেন।' বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রেই খবর, সেই সময় জমা পড়া ১৩ হাজার আবেদনপত্র খতিয়ে দেখতে গিয়ে ধরা পড়েছে, আবেদনপত্রগুলি খুলে পর্যন্ত দেখা হয়নি। প্রতিটি আবেদনপত্রের সঙ্গে রয়েছে ড্রাফট। অর্থাৎ সুনামের পাশাপাশি, কয়েক লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের। তবে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে না চাইলেও উপাচার্য ডঃ সুবীরেশ ভট্টাচার্য বলেন, 'কর্মসমিতি অনুমোদন দিলে নতুন নিয়োগের জন্য কয়েকদিনের মধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। আগে যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের আর নতুন করে আবেদন করতে হবে না। ইন্টারভিউতে তাঁদের সুযোগ দেওয়া হবে।' জানা গিয়েছে, গোটা প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখছেন নিবন্ধক ডঃ দিলীপকুমার সরকার। তাঁর বক্তব্য, আইনি দিকগুলি খতিয়ে দেখেই কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

ক্রেতা সুরক্ষায় মামলার জন্য চালু হচ্ছে নয়া ব্যুরো

ভাস্কর শর্মা ● আলিপুরদুয়ার

১১ জুলাই ঃ ক্রেতাদের হয়ে বিনামূল্যে মামলা লড়তে শীঘ্রই চালু হচ্ছে কনজিউমার অ্যাসিস্ট্যান্স ব্যুরো (ক্যাব)। রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলা সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় ক্যাব চালু হচ্ছে। যাঁরা ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে বা ফোরামগুলিতে মামলা করবেন, তাঁদের একাংশ এই ব্যুরো থেকে সুবিধা পাবেন। বয়স্ক ব্যক্তি বা মহিলা, তপশিলি জাতি–উপজাতিভুক্তরা এই সুবিধা পাবেন। আলিপুরদুয়ার জেলায় ক্যাব চালানোর দায়িত্ব পেয়েছে ফালাকাটা সংযোগ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। ইতিমধ্যেই ক্যাব চালানোর জন্য জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় একটি ঘরও বরাদ্দ করেছে প্রশাসন। আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের উপসহঅধিকর্তা দেবাশিস মণ্ডল বলেন, ক্যাব চালানোর জন্য ইতিমধ্যেই ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই ঘরে কম্পিউটার, চেয়ার, টেবিল সহ যাবতীয় পরিকাঠামো তৈরি আছে। রাজ্যের নির্দেশ পেলেই সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে ক্যাব চালানোর দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে। ক্যাব চালানোর জন্য অনুদান পাবে ওই সংস্থা। রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর তাদের অনুদান দেবে। দেশের মধ্যে এ রাজ্যেই প্রথম ক্রেতাদের হয়ে বিনামূল্যে মামলা লড়তে ক্যাব চালু হচ্ছে বলে বুধবার ফোনে জানিয়েছেন ক্রেতা সুরক্ষামন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনো ক্রেতা যদি মামলা লড়ার বিষয়ে সহায়তা চান, তবে তাঁর হয়ে ক্যাব মামলা লড়বে। ব্যুরো নিযুক্ত আইনজীবীরাই ক্রেতাদের হয়ে মামলা লড়বেন। এর জন্য আলাদা কোনো খরচ করতে হবে না ওই ক্রেতাকে। কিন্তু সব ক্রেতাকে এই সুবিধা দেবে না ক্যাব। জেলার ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর যদি কোনো ক্রেতাকে তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যাচাই করে এই বিষয়ে অনুমোদন দেন, তবে সেই ক্রেতা ওই সহায়তাকেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে মামলার সুবিধা পাবেন। বয়স্ক ব্যক্তি বা মহিলা, তপশিলি জাতি–উপজাতিভুক্তরা অবশ্য এই সুবিধা পাবেন। কয়েকটি জেলার ক্রেতা সুরক্ষা ফোরামে এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছিল। এখন প্রায় সব জেলাতেই তা চালু হচ্ছে। তবে নতুন জেলাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র আলিপুরদুয়ারেই ক্যাব চালু হচ্ছে বলে দপ্তর সূত্রে খবর। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সাধন পান্ডে টেলিফোনে বলেন, দেশের মধ্যে প্রথম এ রাজ্যেই ক্রেতাদের সুবিধার জন্য ক্যাব চালু করা হচ্ছে। ক্যাবগুলির মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মামলা লড়তে পারবেন ক্রেতারা। প্রোজেক্টটি চালানোর জন্য আমরা ক্যাবগুলিকে আর্থিক অনুদান দেব। ক্যাবগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের কাছেও অনুদান চাওয়া হয়েছে। কেন্দ্র আমাদের ক্যাবগুলির প্রশংসা করেছে। শিলিগুড়ি ও আসানসোলে ইতিমধ্যেই ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের সার্কিট বেঞ্চ চালু হয়ে গিয়েছে। এখন জেলায় শীঘ্রই ক্যাবগুলি চালু করা হবে বলে মন্ত্রী সাধন পান্ডে জানিয়েছেন। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের উপসহঅধিকর্তা দেবাশিস মণ্ডল বলেন, ক্যাব চালু করার জন্য দপ্তরের একটি ঘর তৈরি রাখা হয়েছে। সেখানে কম্পিউটার, চেয়ার–টেবিল সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি আছে। রাজ্যের নির্দেশ পেলেই অনুমোদিত সংস্থাকে ক্যাব চালু করার অনুমতি দেওয়া হবে। আলিপুরদুয়ার জেলার ক্যাব চালানোর অনুমোদনপ্রাপ্ত ফালাকাটা সংযোগ সংস্থার কোঅর্ডিনেটর রাহুল বাজপেয়ী বলেন, ইতিমধ্যেই ক্যাব চালানোর জন্য আমরা দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছি। সাধারণ মানুষ যাতে অযথা হয়রান না হন এবং খুব সহজেই যাতে প্রতারিত ক্রেতারা মামলা করতে পারেন, সে বিষয়টি তাঁরা গুরুত্ব সহকারে দেখবেন।

বাইরের লোক ঢুকছে কিনা খোঁজ রাখতে বললেন মমতা

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ বাইরে থেকে আলিপুরদুয়ারে লোক ঢুকলেও পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় আলিপুরদুয়ার জেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ কর্তাদের কাছে জানতে চান, 'আলিপুরদুয়ারে বাইরের লোক ঢুকছে বলে খবর আছে, কী করেন আপনারা ? আপনার এলাকায় বাইরের লোক ঢুকল কিনা নজর রাখেন ? শিলিগুড়িতে কিছুদিন আগে চিনের নাগরিক ধরা পড়েছে। আধারকার্ডও নকল করছে অনেকে। এগুলো আপনারা নজর রাখবেন না ?' জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সব বিষয় হালকা করে দেখলে হবে না। অযাচিত লোক এলে তাঁকে এলাকায় থাকতে দেওয়াটা ঠিক নয়, মনে রাখবেন। অনেকে আবার কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে চলে যায়। আমার দলের আশ্রয়ে কেউ গেলেও থাকতে দেবেন না।' মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, 'যাঁরা বাংলায় থাকেন, তাঁরা যেকোনো জায়গায় আসতে পারেন। কিন্তু বাংলার বাইরে থেকে এসে টাকাপয়সা নিয়ে বসে প্রথম প্রথম দশটা লোককে টাকা দিয়ে সাহায্য করল। তারপর ওই দশটা লোককে দিয়ে অন্যায় কাজ করাবে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। 'আমি জানি না' বললে কিন্তু আমি শুনব না। বিডিওদের নজর রাখতে হবে, আইসিদেরও নজর রাখতে হবে।'

বিডিওদের এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে মেলামেশা করার পরামর্শ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে এইসব বিষয়ে কিন্তু খবর পাওয়া যায়। সেই কারণে বিডিওদের প্রতিটি এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে হবে, যাতে সন্দেহজনক কাউকে দেখলে মানুষ তাঁদের খবর দেন।' এ ব্যাপারে সিভিক ভলান্টিয়ারদের আরও বেশি করে কাজে লাগাতে চান মুখ্যমন্ত্রী, যাতে 'ইনফরমেশন চ্যানেল' আরও মজবুত করা যায়। সরকারি আধিকারিকদের পরামর্শ দেওয়ার ঢঙে তিনি প্রথমে বলেন, 'মানুষের সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলতে হবে। আমিও প্রতিদিন নবান্ন যাওয়ার আগে মানুষের সঙ্গে কথা বলে যাই।' তারপর কিছুটা কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, 'আমি যদি পারি আপনারা পারবেন না কেন ?'

অভিযানে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

দিনহাটা, ১১ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চ্যাংরাবান্ধা থেকে দিনহাটা মহকুমায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল ঠেকাতে পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আক্রান্ত হল পুলিশ। দিনহাটা মহকুমার সিতাই ব্লকের নিউবাজার এলাকায় অভিযান চালাতে গেলে গুলিবিদ্ধ হন এক পুলিশকর্মী। পরিমল বর্মন নামে ওই পুলিশকর্মীকে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখান থেকে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দিনহাটায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল দীর্ঘদিনের। মূলত বিভিন্ন গ্রামের ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই তৃণমূল ও তৃণমূল যুবর মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষ শুরু হয়। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছে যে মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বুধবার দুপুরে তৃণমূল যুবদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ। দিনহাটার এসডিপিও উমেশ গণপতের নিরাপত্তারক্ষী পরিমল বর্মন গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে প্রথমে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে কোচবিহারে স্থানান্তরিত করা হয়।

আকাশে নতুন তারা

প্রথম পাতার পর

তখনই লুকা মডরিচকে দেখে মনে হচ্ছিল, বড্ড বেশি যেন চাপ নিয়ে ফেলেছেন তিনি। ফলে প্রথমার্ধে ক্রোয়েশিয়ান অধিনায়ক থেকে গোটা দলটাকেই যেন খুঁজে পাওয়া গেল না। একটা ক্রস ঠিকঠাক বক্সে এল না। সম্ভবত ৫ মিনিটের মধ্যে গোল খেয়ে যাওয়াটাও এর অন্যতম কারণ। বক্সের বাইরে ডেলে আলিকে ট্রিপ করেন মডরিচ। আর তাতেই লুঝনিকি ছাড়িয়ে সিংহগর্জন ছড়িয়ে পড়ল গোটা মস্কোয়। যা আরও বাড়ল কিয়েরনের ফ্রি–কিকটা দেয়াল এড়িয়ে গোলে ঢুকতেই। তবে বিরতিতে বোধহয় নিজেদের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাঠে এলেন পেরিসিচরা। ইংল্যান্ড যে খারাপ খেলতে শুরু করল আদৌ তা নয়। বরং ১ গোলে এগিয়ে থাকা অবস্থায় আরও বেশি প্রাণবন্ত লেগেছে ডেলে আলি–রহিম স্টার্লিংদের। কিন্তু খেলাটা ধীরে ধীরে নিজেদের আয়ত্তে আনতে মাঝমাঠকে আরও বেশি সচল করতে শুরু করেন রাকিটিচরা। এবং যে ক্রসগুলো একটাও জায়গায় পড়ছিল না সেগুলোই ঝামেলায় ফেলতে শুরু করে কাইল ওয়াকার, মিগুইরেদের। সেই চাপ রাখতে না পারাতেই গোল শোধ। সাইমে ভ্রাসালকোর ক্রসে মাথা না ছুঁইয়ে পা দিয়ে একটা স্ক্রেফ ট্যাপ করে গতিপথ ঘুরিয়ে গোলে পাঠান পেরিসিচ। সমতায় ফিরতেই যেন মডরিচরা স্বমহিমায়। এই গোলের পর সারা মাঠ দাপিয়ে বেড়ালেন গাঢ় নীল জার্সিধারীরা। (এদিন পরিচিত লাল–সাদা চৌখুপি জার্সি পাননি তাঁরা।) আর বিশ্বাসে ভর করেই শেষপর্যন্ত ফাইনালে ক্রোয়েশিয়া।

প্রশিক্ষণের নির্দেশ

জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির আইন, কাজ ও কাজের পরিধি সম্পর্কে ধারণা দিতে চলতি মাসেই নবনির্বাচিত সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিতে চলেছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। শপথগ্রহণের আগেই এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

ব্যভিচার অপরাধই

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, জোশেফের দায়ের করা মামলা বাতিলের দাবি জানিয়ে কেন্দ্র বলেছে, দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৮ (২) নম্বর ধারা বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। গত ৫ জানুয়ারির শুনানিতে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ বলেছিল, সমাজ যখন দিনকে দিন এগোচ্ছে, তখন ব্যভিচার সংক্রান্ত ধারাটি খানিকটা হলেও মান্ধাতা আমলের। পরে সেটি সংবিধান বেঞ্চে পাঠানো হয়। সর্বোচ্চ আদালত বলেছিল, সামাজিকভাবে ধরেই নেওয়া হয়, সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলারাই অপরাধের শিকার হন। আর সেক্ষেত্রে একমাত্র পুরুষদেরই বিচার করা হয়। ওই ধারাতেও মহিলাদের পুরুষের সঙ্গে সমান চোখে দেখা হয়নি।

উল্লেখ্য, ব্রিজলাল বিষ্ণোই মামলায় ১৯৯৬ সালে দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছিল, একমাত্র বিবাহিত মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ককেই ব্যভিচার বলা যাবে। কিন্তু বিধবা, যৌনকর্মী বা অবিবাহিত মহিলার সঙ্গে সহবাসকে ব্যভিচার বলা যাবে না।

৩০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের হাব হচ্ছে জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ি জেলায় ৩০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের হাব হবে। জেলা শিল্প বিকাশ কেন্দ্রের ম্যানেজার ভবতোষ সরকার এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। এই জেলায় ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিতে ভালো গুণগতমানের চা উৎপন্ন হচ্ছে। চায়ের প্রক্রিয়াকরণের পর নির্দিষ্ট জায়গায় হাব করা হবে। অভ্যন্তরীণ বাজারে তেজপাতার চাহিদা বাড়ছে। সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখে তেজপাতার একটি হাব করা হবে। প্রয়োজনীয় জমি দেখা হচ্ছে। বাঁশ ও বেতের হাবও হবে। বাঁশ ও বেতের সামগ্রীর চাহিদা বাড়ছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলার সম্পদকে ব্যবহার করে শিল্পায়নের যে সুযোগ রয়েছে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সূত্রেই শিল্প সমবায়ের মাধ্যমে জেলার শিল্পায়নের ভিতকে দৃঢ় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে জলপাইগুড়ি জেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। অসম, উত্তরপ্রদেশ, সিকিম ও ত্রিপুরা থেকে উদ্যোগপতিরা জলপাইগুড়িতে শিল্প গড়ার কাজে হাত দিয়েছেন । বিশেষত প্লাস্টিক নির্ভর শিল্পের উপরেই ভিনরাজ্যের উদ্যোগপতিরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে, জেলার শিল্পায়নের কাজে গতি আনতে জেলাশাসককে চেয়ারম্যান করে ফিনান্সিয়াল ক্লিনিক করা হয়েছে। এই ক্লিনিকে সদস্য হিসেবে রয়েছেন ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, দমকল, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা। এঁরা শিল্পের ক্ষেত্রে যেকোনো সমস্যার সমাধান করবেন। উপরমহলের নির্দেশ রয়েছে প্রতি মাসে ফিনান্সিয়াল ক্লিনিকের সভা বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে।

ভবতোষবাবু জানিয়েছেন, জলপাইগুড়ি জেলায় চলতি আর্থিক বছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ৩৫টি ইউনিট হয়েছে। প্রতিবেশী সিকিম, ত্রিপুরা, অসম ও উত্তরপ্রদেশ থেকে উদ্যোগপতিরা এসে ডাবগ্রাম শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে প্লাস্টিক কারখানার করেছেন। তাদের সবরকম সহায়তা করা হচ্ছে। এখানকার প্লাস্টিকজাত সামগ্রী রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশ, ভুটান এবং নেপালে।

জলপাইগুড়ি জেলায় একের পর এক শিল্প হাব গড়ে উঠলেও ব্লক স্তরে শিল্পায়ন সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। কারণ জেলার সাতটি ব্লকের মধ্যে ছয়টিতেই ব্লক শিল্প আধিকারিক নেই।

পাসপোর্টে ছাড়

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ সিঙ্গল মাদার ও বিবাহবিচ্ছিন্নাদের পাসপোর্ট বানানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস দিল কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। এখন থেকে পাসপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে সিঙ্গল মাদার ও বিবাহ বিচ্ছিন্নাদের পাসপোর্ট পেতে ডিভোর্স সার্টিফিকেট বা অন্য কোনো সরকারি হলফনামা দেখাতে হবে না। প্রয়োজনে করা হবে না পুলিশি প্রক্রিয়াও। বিদেশমন্ত্রকের তরফে টুইট করে এই আশ্বাস দিয়েছেন স্বয়ং বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ।

বায়োমেট্রিকে উদ্‌বেগ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে গত জুন মাসে এখানকার বায়োমেট্রিক যন্ত্রগুলিকে অনলাইনে স্বাস্থ্যভবনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ৫ জুন থেকে সকলকেই এই যন্ত্রে অ্যাটেনড্যান্স দিতে হচ্ছে। মেডিকেল কলেজ বা হাসপাতালে ঢোকা এবং বের হওয়ার সময় দুবার আঙুলের ছাপ দিতে হয়। মঙ্গলবার মেডিকেলে সুপারের ঘরের বাইরের দেয়ালে চিকিৎসক থেকে শুরু করে সকল স্বাস্থ্যকর্মীরই ৯ জুলাই পর্যন্ত বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্সের তালিকা ঝোলানো হয়েছে। এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, একমাত্র কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ সমীর ঘোষ রায়ের নামের পাশেই পি অর্থাৎ তিনি উপস্থিত বলে লেখা রয়েছে। বাকি কোনো চিকিৎসক বা চিকিৎসাকর্মীর নামের পাশে উপস্থিত লেখা নেই। কারও নামের পাশে অ্যাবসেন্ট (এএ), কারও নামের পাশে পিএক্স, আবার কারও নামের পাশে ইই লেখা রয়েছে। এগুলির আক্ষরিক অর্থও কেউ বলতে পারেননি। তালিকায় দেখা যাচ্ছে, বহু চিকিৎসকই রাত ১২টায় 'ইন' করেছেন অর্থাৎ মধ্যরাতে ডিউটিতে এসেছেন। আবার তালিকায় বেশ কিছু চিকিৎসককে মেডিকেল টেকনিশিয়ান হিসাবেও দেখানো হয়েছে। চক্ষু বিভাগের প্রধান ডাঃ রবীন্দ্রনাথ সাহাকেও দেখানো হয়েছে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসাবে। হাসপাতাল সুপারের উপস্থিতিও বায়োমেট্রিকে নেই। এই তালিকা ঝোলানোর পর থেকেই চিকিৎসক থেকে শুরু করে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যেই হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে। সকলেরই বক্তব্য, এ তো ভুলের কুরুক্ষেত্র হয়ে গিয়েছে। নাম, বিভাগ যেমন ঠিকঠাক নেই, তেমনই উপস্থিতির তথ্যও ভুলে ভরা। আগামী মাস থেকে যদি এই প্রযুক্তির উপরে নির্ভর করেই বেতন দেওয়া হয়, তাহলে তো কোনো চিকিৎসক বা চিকিৎসাকর্মীই বেতন পাবেন না। তখন স্থানীয়ভাবে সুপার বা অধ্যক্ষকে বলেও কিছু হবে না। কেননা পুরো বিষয়টিই স্বাস্থ্যভবন থেকে দেখভাল করা হবে।

বিষয়টি নিয়ে বুধবার চিকিৎসকদের একাধিক সংগঠন এবং কর্মী সংগঠনের পক্ষ থেকেও মেডিকেল অধ্যক্ষ এবং সুপারের কাছে দরবার করা হয়েছে। বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্সের ব্যবস্থা থাকলেও যাতে খাতায়–কলমেও উপস্থিতির হিসাব রাখা হয়, সেই দাবি জানানো হয়েছে। মেডিকেল সুপার জানিয়েছেন, 'বায়োমেট্রিক যন্ত্রগুলি ঠিক করার জন্য টেকনিশিয়ানরা আসছেন। স্বাস্থ্যভবনেও বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। একটা নতুন ব্যবস্থা চালু হলে কিছু সমস্যা প্রথম দিকে হতেই পারে।'

বনকর্মী নিয়োগে বোর্ড গড়ার সিদ্ধান্ত

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ কর্মীর অভাব বন দপ্তরে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার তৈরি হচ্ছে ফরেস্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। বুধবার উত্তরকন্যায় আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়।

এদিন বৈঠকে কর্মীর সংখ্যা কম থাকার বিষয়টি উঠতেই মুখ্যমন্ত্রী বন দপ্তরের সচিবকে বলেন, আমি অনেকদিন আগেই বলেছিলাম ফরেস্ট গার্ড নিয়োগ করতে। এতদিনেও কি সেই নিয়োগ করা হয়েছে ? সেগুলি কী হল ? নিয়োগের ক্ষেত্রে এত দেরি হচ্ছে কেন ? তখন বন দপ্তরের সচিব বলেন, ২৬৯ জন ফরেস্ট গার্ড নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁরা কলকাতার বাসিন্দা হওয়ার কারণে গরুমারা, জলদাপাড়ায় কাজ করার ব্যাপারে তাঁদের প্রচণ্ড অনীহা। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবসময় এইসব ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকদের প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। তখনই ফরেস্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠনের প্রসঙ্গ উঠতে মুখ্যমন্ত্রী রাজি হয়ে যান। বলেন, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক সময় শুনি হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে। কিংবা হাতি কোনো বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে চলে গেল। চিতাবাঘের আক্রমণে মৃত্যুর খবরও শুনলাম। এই সব ব্যাপারে বন দপ্তরকে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে।'

পারিবারিক বিবাদে জখম ৬

ইসলামপুর, ১১ জুলাই ঃ মঙ্গলবার রাতে পারিবারিক গণ্ডগোলের জেরে ইসলামপুর থানার পণ্ডিতপোঁতা এলাকায় স্বামী–স্ত্রী সহ মোট ছয়জন জখম হয়েছেন। জখমদের মধ্যে পাঁচজনকে চিকিৎসার জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী মহম্মদ ইয়াসিনকে গুরুতর জখম অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইয়াসিনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর ঝামেল শুরু হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে সে স্ত্রীকে কোপানোর চেষ্টা করে। চিৎকার শুনে আত্মীয়রা ছুটে এলে ইয়াসিন তাঁদের ওপরও চড়াও হয় বলে অভিযোগ। তাতে ঝামেলা ঠেকাতে আসা আত্মীয়রা যেমন জখম হন, তেমনি তাঁদের পিটুনিতে ইয়াসিনও জখম হয়। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ইসলামপুর থানার আইসি রাজেন ছেত্রী বলেন, ঘটনার লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত শুরু হয়েছে।

জমি মাফিয়াচক্রে পুলিশ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এই বার্তা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডাবগ্রাম–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত হাতিয়াডাঙ্গায় কমলা মণ্ডল নামে এক মহিলাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার পর বাসনপত্র বাইরে ছুড়ে ফেলে তাঁকে মারধর করা হয়। ওই ঘটনায় অভিযোগ ওঠে এলাকারই কিছু জমির দালালের বিরুদ্ধে। এই খবরও পৌঁছায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকের গোড়ার দিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কিছু জমি মাফিয়া আছে, যারা সরকারি জমিও দখল করে, বেসরকারি জমিও দখল করে বিক্রি করে। ভাবে ওটা ওদের নিজেদের সম্পত্তি। এরা নিজেদের জন্য টাকা আয় করে। এই টাকা সরকারের না কোনো কাজে লাগে, না কোনো ভালো কাজে ওরা ব্যবহার করে। আমার দলের ওই টাকার দরকার নেই। এটা আমি আগেই বলে দিয়েছি।' জমি মাফিয়াচক্রের বিরুদ্ধে পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। একই সঙ্গে তাঁর কথায় স্পষ্ট হয়, পুলিশের একাংশের ভূমিকায় তিনি মোটেও সন্তুষ্ট নন। তিনি বলেন, 'কোনো কোনো জায়গায় পুলিশও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এটা আমরা বরদাস্ত করব না। কোথাও আবার বিএলএলআরও, ডিএলআরও এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।' এ প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দার্জিলিংয়ের একটা ঘটনা আমি জানি। এসডিএলএলআরও নিজে কয়েকটি বেআইনি জায়গা অফিশিয়াল করে দিয়েছেন। ওনার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকে ছাড়া হবে না, সে যেই হোক।' মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'কত টাকা প্রয়োজন হয় একজন লোকের ? অসদুপায়ে রোজগার করব কেন ? কী প্রয়োজন ? অসদুপায়ে রোজগার করলে একদিন না একদিন ধরা পড়বেই। জলপাইগুড়ির একটি ঘটনা শুনেছি। আমরা তদন্ত করছি। দার্জিলিংয়ের একটি ঘটনারও তদন্ত হচ্ছে। আমরা ব্যবস্থা নেব।'

এবারের সফরে তিনি যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার জমি মাফিয়াদের সম্পর্কে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করে এসেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিটি মন্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি যখন বলেন, 'শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ির কাছাকাছি ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় কেউ কেউ এই কাজ করে,' তখন উপস্থিত পুলিশ অফিসারদেরে অবাক হতে দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ আছে। হাতেনাতে ধরতে হবে ওইসব লোককে। তবে এরা বুঝবে, না হলে জীবনে বুঝবে না।' এরপর মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন, তার মধ্যে গোটা রাজ্যের পুলিশ, প্রশাসন ও শাসকদলের কর্মীদের প্রতি স্পষ্ট বার্তা রয়েছে। যাঁদের সম্পর্কে অভিযোগ তাঁর কানে পৌঁছেছে অনেকটা যেন তাঁদের বার্তা দিতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা এসব করে ঘরে ঢোকাচ্ছে। কিছু লোক আছে, ওইসব জমিতে ঘুঘুর বাসা বেঁধে বসে আছে, সেই ঘুঘুর বাসা ভেঙে দিতে নির্দেশ দিয়েছি।'